ইত্তেফাক

২২/৬/৮০

72

146

বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে

১৯৮১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হইতে আর প্রায় মাসদেড়েক বাকী। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই পরীক্ষার সময়-সূচী (রুটিন) ঘোষিত হইবে। তাই পরীক্ষার প্রাক্কালে সমগ্র পরীক্ষার্থী সমাজের পক্ষ হইতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় তুলিয়া ধরিতেছি। এ প্রসঙ্গে গত '৮০ সালের ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রুটিনের কিছুটা উল্লেখ করিতেছি (অবশ্য প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত ব্যাপারে সাময়িকভাবে পরীক্ষা স্থগিত হইয়া যাওয়ায় সেই রুটিনে সবগুলি পরীক্ষা হয় নাই)। সেই রুটিনে প্রায় প্রত্যেকটি বিজ্ঞান-বিষয়ের পূর্বে ন্যূনপক্ষে একদিন বিরতি ছিল; এমনকি গণিত (১ম পত্র)-এর পূর্বে দীর্ঘ ৩ দিন বিরতি ছিল। অথচ সে একই রুটিনে রসায়ন (২য় পত্র) এর পূর্বে একটি দিনও বিরতি ছিল না। প্রত্যেকটি বিষয়ের পূর্বে বিরতি দিয়া কেন যে বোর্ড কর্তৃপক্ষ রসায়ন (২য় পত্র)-এর পূর্বে পরীক্ষা দ্রুত সমাপ্তির জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন, যে, একটি বিষয়ের প্রস্তুতি যত ভালভাবেই নেওয়া হউক না কেন তাহা যদি পরীক্ষার পূর্বে মোটামুটি একটিবার চোখ বুলাইয়া যাওয়া না যায় তবে পরের দিন পরীক্ষার উত্তরপত্রে তাহা যথার্থভাবে উপস্থাপন করা যায় না। আর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বিষয়গুলির (বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান) পরিধি এতটা বিস্তৃত যে, পর পর (বিরতিহীন) পরীক্ষা থাকিলে বিষয়সমূহের প্রস্তুতিতে একটি রাতের মধ্যেই আরেকটু ঝালাইয়া নেওয়ার ন্যূনতম সময়টুকুও থাকে না। ফলে ছাত্ররা সে বিষয়ে খারাপ পরীক্ষা দিয়া আসে। প্রতিটি বিষয়ের পূর্বে ন্যূনতম একদিন বিরতি না থাকিলে ছাত্ররা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ত হয়ই, উপরন্তু পরীক্ষাসমূহও ভাল হয় না। ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ '৮১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রুটিন প্রণয়নে এ কথাগুলি স্মরণে রাখিবেন বলিয়া আশা করি।

—খালেদ, সোহেল ও সাদ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

একটি রাস্তার দুরবস্থা

ঢাকা জেলার নরসিংদী মহকুমার শিবপুর থানা এলাকায় দুলালপুর ইউনিয়নে দুলালপুর বাসষ্ট্যাণ্ড ও দুলালপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় হইতে একটি ছোট রাস্তা দরগারবন্দ গ্রামের ভিতর দিয়া গিয়াছে। উক্ত রাস্তাটিই দরগারবন্দ, মধ্য নগরপাড়া তলা, লাকপুর, গ্রামবাসীদের থানা ও মহকুমা সদরে যাতায়াতের জন্য প্রধান রাস্তা। দুঃখের বিষয় উক্ত রাস্তাটি ২/৩ বৎসর যাবৎ কয়েক জায়গায় ভাঙ্গা থাকায় অত্র এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিন যাবৎ দুর্ভোগ পোহাইতে হইতেছে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব বর্ষাকালে সাঁকোর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে জনসাধারণের কষ্টের লাঘব হয় না। চলতি মৌসুমে উক্ত রাস্তাটির ভাঙ্গা জায়গায় কালভার্ট নির্মাণ সহ মেরামত করিয়া উক্ত এলাকাবাসীদের দুর্ভোগের হাত হইতে রক্ষা করিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

— মোঃ মফিজ উদ্দিন শিকদার, গ্রাম-দরগারবন্দ, থানা-শিবপুর, ঢাকা।